লেজেগোবরে এনসিটিবি

এম এইচ রবিন

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ১২:০০ এএম | আপডেট: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ০৯:২৫ এএম

7
Shares

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির দুটি বই

advertisement

মারাত্মক নাজেহাল অবস্থা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি)। এককথায়, লেজেগোবরে দশা। বছরের প্রথম দিন প্রথম ক্লাসে সব বিষয়ের সব পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিতে না পারার ব্যর্থতা তো রয়েছেই, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ভুলেভরা পাঠ্যবই নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা।

পরিস্থিতি এতটাই বেগতিক যে, ভুলের সংশোধনী দিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি। দুই বিষয়ের বই প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছে এনসিটিবি। এখন এসব বই সংশোধন করে ফের ছাপিয়ে সরবরাহ করতে হবে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সরকার যখন কৃচ্ছ্রতাসাধনের নীতিতে তৎপর, তখন লাখ-লাখ পাঠ্যবই বাতিল করে কোটি কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি গুনতে হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানকে। আর্থিক এই ক্ষতির সঙ্গে যোগ হয়েছে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় এর নেতিবাচক প্রভাব। শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় মাসের

মাঝামাঝি এখন। দুই বিষয়ে বই প্রত্যাহার তো রয়েছেই, উপরন্তু এ পর্যন্ত মাধ্যমিকের ক্লাসে সব বিষয়ের পাঠ্যবই হাতে পায়নি শিক্ষার্থীরা। সব মিলিয়ে প্রকৃত অর্থেই যারপরনাই নাকাল এনসিটিবি।

advertisement

এ বছরের বইয়ে খণ্ডিত ইতিহাস অন্তর্ভুক্তি, মুসলিম ইতিহাস বাদ দেওয়া, ধর্মবিরোধী, প্রজনন স্বাস্থ্য ও ট্রান্সজেন্ডারের মতো বিষয় পাঠ্য রাখা নিয়ে সমালোচনা রয়েছে বিভিন্ন মহলে। এছাড়া সার্চ ইঞ্জিন গুগল থেকে হুবহু অনুবাদ তুলে দেওয়া এবং অনলাইন থেকে পাঠ নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। প্রতি বছর শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব করে স্কুলপর্যায়ের শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হয় বিনামূল্যের পাঠ্যবই। কাগজ সংকটে এ বছর যথাসময়ে পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া নিয়ে যে শঙ্কা ছিল, তা সত্যি হয় যথাসময়ে। জানুয়ারির ১ তারিখ বই উৎসবের দিন সরকার ঘোষণাও করে যে, এক মাসের মধ্যে শতভাগ বই পৌঁছবে শিক্ষার্থীদের হাতে। কিন্তু দ্বিতীয় মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পেরিয়ে যাচ্ছে এ ঘোষণার বাস্তবায়ন নেই। সারা দেশে তো বটেই, খোদ রাজধানীর বড় স্কুলগুলোয় পর্যন্ত নতুন শিক্ষাবর্ষের সব শ্রেণির পুরোসেট পাঠ্যবই পৌঁছায়নি। পাঠ্যবই সংকট নিরসনে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এরই মধ্যে নির্দেশনা দিয়েছেন এনসিটিবির ওয়েবসাইট থেকে অনলাইন পিডিএফ বই দিয়ে পাঠদান কার্যক্রম অব্যহত রাখতে। তবে এ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। তারা বলছেন, শিক্ষকরা পিডিএফ বই দিয়ে ক্লাসে পাঠদান করলেও শিক্ষার্থীরা বাসায় বই ছাড়া অনুশীলন করবে কীভাবে?

advertisement 4

বইয়ের সংকটের সমাধান না হতেই ১০ ফেব্রুয়ারি আলোচনা-সমালোচনার পর ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিকবিজ্ঞান বিষয়ের ‘অনুসন্ধানী পাঠ’ পাঠ্যবই দুটি প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে এনসিটিবি। বই দুটির কিছু অধ্যায় ব্যতীত অন্য সব অধ্যায়ের পাঠদান অব্যাহত রাখতে বলা হয়েছে প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের। জানা গেছে, আরও কয়েকটি পাঠ্যবইয়ে শিগগিরই সংশোধনী আনা হবে। বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে শিগগিরই সংশোধনের কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছে এনসিটিবি।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. ফরহাদুল ইসলাম গতকাল আমাদের সময়কে বলেন, ‘অনুশীলনী পাঠ পরিমার্জন করে পুনরায় দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে কনটেন্ট অল্প হলে সংশোধনী পাঠানো হবে মাঠপর্যায়ে, আর বেশি হলে বর্ধিত অংশ হিসেবে ফের ছাপানো হবে। তিনি বলেন, দুটি বই প্রত্যাহার ও নতুন করে কয়েকটিতে সংশোধনের সিদ্ধান্ত সব উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে। আমরা এখন যেসব বই সংশোধন হবে, সেগুলোর ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিচ্ছি। তাদের মতামত অনুযায়ী সংশোধনী ছোট হলে আমরা তা সংশোধনী আকারে স্কুলে স্কুলে পাঠিয়ে দেব। আর বেশি এলে পুরো বই পাল্টে দেওয়া হবে। আশা করছি দ্রুতই সংশোধন করা সম্ভব হবে।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইআর) পরিচালকের নেতৃত্বে যে কমিটি সরকার গঠন করেছে, তারা পরিমার্জনের কাজ করছেন বলেও জানান তিনি।

এদিকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিয়ে এখনও যে বিভিন্ন শ্রেণির সব বই সরবরাহ হয়নি তার চিত্র মিলেছে। আর বই না যাওয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ঠিকমতো শুরু হয়নি। যদিও শিক্ষামন্ত্রী ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। ঢাকাসহ শহরাঞ্চলের বড় স্কুলগুলোতে এনসিটিবির ওয়েবসাইট থেকে বইয়ের পিডিএফ ভার্সন ডাউনলোড করে পড়াশোনা চলছে আগে থেকেই। রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা জানিয়েছেন, তারা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির সব বই এখনো পাননি।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ কামরুন নাহার স্বীকার করেন, নতুন শিক্ষাবর্ষের সব ক্লাসের সব বই এখনো পাননি।

রাজধানীর আরেকটি বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এ প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ফৌজিয়া রাশেদী আমাদের সময়কে জানান, তার প্রতিষ্ঠানেও সব শ্রেণির সব পাঠ্যবই এখনো পাননি।

বই সংকট তদুপরি বই বাতিলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে কি না? এমন প্রশ্নে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (বাশিস) সভাপতি নজরুল ইসলাম রনি আমাদের সময়কে বলেন, ফেব্রুয়ারি মাসেও সব বিষয়ে পাঠ্যবই স্কুলে পৌঁছায়নি। ক্লাসে ছেলেমেয়েদের পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। নতুন বই নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা-সমালোচনার পর দুটি বই বাতিল ঘোষণায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের নেতিবাচক প্রভাব অবশ্যই পড়ছে। তিনি বলেন, পাঠ্যবইয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রতি বছরই থাকে, এবারও ছিল। আগে পুরোনো কারিকুলামের বই বছর বছর সংশোধন হতে হতে ভুলের পরিমাণ কমে এসেছিল। এবার নতুন কারিকুলামের নতুন লেখা বইয়ে সঙ্গত কারণেই ভুলের পরিমাণ বেশি থেকে গেছে। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখার সুবিধার্থে পাঠ্যবইয়ে যেসব ভুল-ত্রুটি পাঠ্যবইয়ে আসছে এগুলো দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংশোধন করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পৌঁছানো উচিত।

পাঠ্যবই বাতিল করে কোটি কোটি টাকার আর্থিক প্রত্যক্ষ ক্ষতি অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মো. জিয়াউল কবির দুলু বলেন, যখন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সরকার সর্বত্র ব্যয় সাশ্রয়ের কৃচ্ছ্রতা সাধন নীতিতে চলছে, এই মুহূর্তে লাখ লাখ পাঠ্যবই বাতিল করে কোটি কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি গুনতে হচ্ছে- এর দায় কার? এজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

নতুন কারিকুলাম দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়ন শুরু করায় ভুলভ্রান্তি নজরে আসছে, এমনটা জানিয়ে শিক্ষাবিদ ড. মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, পাইলটিংয়ে গলদ ছিল এই কারিকুলাম। পরীক্ষামূলকভাবে চালুর পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় ত্রুটি চিহ্নিত না করেই নতুন পাঠ্যবই তুলে দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীদের হাতে।

এ বছরের বিতর্কিত পাঠ অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে যারা সংশ্লিষ্ট, তাদের খুঁজে বের করতে গত ৩১ জানুয়ারি দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। একটির নাম বিশেষজ্ঞ কমিটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইআর) পরিচালক অধ্যাপক ড. আবদুল হালিম এই কমিটির প্রধান ছিলেন। কমিটির সদস্য শিক্ষক, ধর্ম বিশেষজ্ঞসহ ৭ জন। এছাড়া দায়ীদের চিহ্নিত করতে ৭ সদস্যের কমিটি হয়েছে। এর প্রধান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব খালেদা আক্তার। বিশেষজ্ঞ কমিটিকে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের অসঙ্গতি/ভুল/ত্রুটি এক মাসের মধ্যে চিহ্নিত করে তা সংশোধনে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে বলা হয়েছে।

7
Shares